পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র গবেষণা নীতিমালা-২০১২।

(পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার পরিচালনা বোর্ডের ৪১তম সভায় অনুমোদিত)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র গবেষণা কার্যক্রমে ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল অফিস আদেশ বাতিলক্রমে একাডেমীর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১। **শিরোনাম ঃ** এই নীতিমালা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র গবেষণা নীতিমালা-২০০৯ নামে অভিহিত হবে।

২। **গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ** একাডেমী নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পুরণকল্পে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ক) পল্লী উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরা;

খ) দারিদ্র্য বিমোচন এবং পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা;

গ) প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীতে গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা;

ঘ) গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ;

ঙ) একাডেমীর অনুষদ সদস্যদের স্ব-স্ব বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং

চ) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক শহাস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (**Millennium Development Goal**) বাস্তবায়ন করা।

৩। **গবেষণার বিভিন্ন বিষয়সমূহ ঃ**

পল্লী উন্নয়নের জন্য একাডেমীর নিজস্ব উদ্যোগে এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ গবেষণার জন্য নির্বাচন করতে পারবে।

(ক) **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঃ** ক্ষুদ্র ঋণ বা ক্ষুদ্র অর্থায়ন (Micro-credit/Micro-finance)।

(খ) **তথ্য প্রযুক্তি ঃ** ই-গভার্ন্যান্স (E-Governance), তথ্য প্রযুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

(গ) **মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ** জেন্ডার উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জনমিতি (Demography), সুশাসন, লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচী।

(ঘ) **কৃষি উন্নয়ন ঃ** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ এবং পানি ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য এবং পশু সম্পদ (Fisheries and Livestock), চারা উৎপাদন ও আংগীনায় সব্জিচাষ (Nursery and Home Gardening), পশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি উৎপাদন ও কৃষি পণ্যের বাজারজাত করণ, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন (Soil Textur and Land Development), প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ এবং কৃষি অর্থনীতি (Agricultural Economics and Agricultural Extension), ইত্যাদি।

(ঙ) **পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ** সামাজিক বনায়ন, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management), জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, সচেতনা তৈরী (Awareness building), সুসংহত জীবিকায়ন (Sustainable livelihoods), কৃষি বনায়ন ও পল্লী জ্বালানী (Rural energy)।

(চ) উপরোক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও অনুষদ সদস্যবৃন্দ গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত সুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক গবেষণা পরিচালনা করতে পারবেন।

Scanned by CamScanner

৪। মূল্যায়ন ধর্মী গবেষণা ঃ

একাডেমী তার নিজস্ব প্রকল্পের মূল্যায়ন ব্যাতীত সরকারী-বেসরকারী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রভাব (Impact) নিরূপনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে অথবা নিজস্ব উদ্যোগে গবেষণা পরিচালনা করতে পারবে।

৫। যৌথ গবেষণা ঃ

যৌথ গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে একাডেমী দেশী ও আন্তর্জাতিক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU সম্পাদনপূর্বক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবে।

৬। গবেষণা (Laboratory) এলাকা ঃ

(ক) গবেষণা ও পরীক্ষণ পরিচালনার জন্য বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলাকে একাডেমীর ল্যাবরেটরী এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। একাডেমী গবেষণার প্রয়োজনে বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে প্রায়োগিক গবেষণা ও জরীপ কার্য পরিচালনা এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবে।

(খ) দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সরকারী বরাদ্দের (Revenue খাতের) অর্থ দিয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা যাবে।

৭। গবেষণা কমিটি ঃ

(ক) পরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন) এর সভপতিত্বে সকল পরিচালক, অনুষদ সভাপতি, পরিকল্পনা কোষ প্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিনিধি ও গবেষণা শাখা প্রধান এর সমন্বয়ে একটি গবেষণা কমিটি গঠন হবে। গবেষণা শাখা প্রধান সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করবেন। একাডেমীর মহাপরিচালক প্রয়োজনে কমিটিতে কোন সদস্য মনোনয়ন দিতে পারবেন বা গবেষণা কমিটি গবেষণায় অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কোন ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(খ) গবেষণা কমিটি প্রতিমাসে বা সময়ে সময়ে বসে গবেষণা প্রকল্পের অনুমোদনের সুপারিশ, প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সুপারিশসহ গবেষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবে।

৮। গবেষণা পদ্ধতি ও মনিটরিং ঃ

অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনাসহ গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরী করে গবেষণা বিভাগে জমা দিবেন। অতঃপর প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহের গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা এলাকা, বাজেট, গবেষণার যৌক্তিকতা, ইত্যাদি যাচাই বাছাইয়ের জন্য গবেষণা কমিটিতে উপস্থাপিত হবে। গবেষণা কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাব সমূহ বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করা হবে। বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় গৃহীত গবেষণা প্রকল্প ও অন্য সময় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কোন গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাবনা গবেষণা কমিটিতে পর্যালোচনার পর সুপারিশকৃত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন করা হবে। মহাপরিচালকের চুড়ান্ত অনুমোদনের পর গবেষকবৃন্দ নিজ নিজ পরিকল্পনা ও পদ্ধতি অনুযায়ী গবেষণা কার্য পরিচালনা করবেন। গবেষণা বিভাগ প্রতিমাসে অনুষদ সভায় গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে এবং এর একটি কপি মহাপরিচালকের নিকটও প্রেরণ করবে।

৯। সময়সূচী নির্ধারণঃ

অনুষদ সদস্যবৃন্দকে প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে। তবে ক্ষেত্রমতে মহাপরিচালক গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন।

Scanned by CamScanner

১০। সম্মানী প্রদানঃ

গবেষণা প্রকল্পের সফল (নির্ধারিত অথবা বর্ধিত সময়ের মধ্যে) সমাপ্তির পর (একাডেমীর বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি গবেষণা প্রকল্পে জড়িত থাকার কারণে) প্রতি গবেষককে তাঁর মাসিক মূলবেতনের সমান টাকা এককালীন সম্মানী হিসেবে প্রদান করা যাবে। এছাড়া, গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচকও ২৫০০/- টাকা সম্মানী পাবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ৭ এর (ক) ও (খ) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে গঠিত কমিটি গবেষণা প্রতিবেদন মান সম্মত নয় বলে মতামত প্রদান করলে গবেষক কোন সম্মানী প্রাপ্ত হবেন না।

১১। গবেষণা প্রতিবেদন মুদ্রণ ঃ

খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন তৈরী হওয়ার পর গবেষণা কমিটি এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপর্যালোচক কর্তৃক গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে

(ক) গবেষণা প্রতিবেদন মুদ্রণ করা হবে;

(খ) প্রতিবেদন মানসম্মত প্রতীয়মান না হলে গবেষক কোন প্রকার সম্মানী প্রাপ্ত হবেন না।

১২। পরিচালনা বোর্ডের ক্ষমতা ঃ

এ নীতিমালা বাতিল কিংবা সংশোধনের এখতিয়ার কেবলমাত্র একাডেমীর পরিচালনা বোর্ডের থাকবে।

(এম এ মতিন)
ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী
বগুড়া।

Scanned by CamScanner